ভোরের কাগজ

৩/৭/২০০৩

তারিখ ... ...
পৃষ্ঠা ১০ কলাম ৩

ট্টগ্রামে বাকশিবিস-এর ৫ম জাতীয় সম্মেলনে বক্তারা

দরত-ই-খুদা কমিশনের সঙ্গে বর্তমান শিক্ষানীতি সঙ্গতিপূর্ণ নয়

ট্টগ্রাম অফিস : বাংলাদেশ জাতীয় সংসদে হীত জাতীয় শিক্ষানীতি গ্রহণযোগ্য নয় লে ঘোষণা দিয়েছে বাংলাদেশ কলেজ বশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতি (বাকবিশিস) নতৃবৃন্দ। তারা বলেন '৭২-এর সংবিধানের আলোকে রচিত খুদা কমিশনের সঙ্গে বর্তমান শিক্ষানীতি সঙ্গতিপূর্ণ নয় এবং '৭১-এর চেতনার সঙ্গে গৃহীত শিক্ষানীতির সামঞ্জস্য নেই। গত শুক্রবার মুসলিম ইনস্টিটিউট মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত ৫ম জাতীয় সম্মেলনে বাকবিশিস-এর নেতৃবৃন্দ এই মন্তব্য করেন।

তারা বলেন, বাকবিশিস বাংলাদেশে মহান মুক্তিযুদ্ধের চেতনার আলোকে একটি আধুনিক বিজ্ঞানমনস্ক ধর্মনিরপেক্ষ শিক্ষাব্যবস্থা প্রবর্তনের সংগ্রাম অব্যাহত রাখবে। নীতি ও আদর্শকে বিসর্জন দিয়ে আপোষকামী সুবিধাবাদী ধারার শিক্ষক ও শিক্ষা আন্দোলন বাকবিশিস অনুমোদন আন্দোলন সংগ্রাম গড়ে তোলার প্রত্যয়ে দেশের প্রাইমারি থেকে বিশ্ববিদ্যালয় স্তর পর্যন্ত একটি ঐক্যবদ্ধ ফেডারেশন গড়ে তোলার জন্য বাকবিশিস কাজ করে যাবে।

সংগঠনের সভাপতি ড. ম আখতারুজ্জামানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত জাতীয় সম্মেলনে আলোচনায় অংশ নেন চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ফজলী হোসেন, বিশ্ব শিক্ষক ফেডারেশনের সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক মৃন্ময় ভট্টাচার্য, বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতির সভাপতি ড. মইনুল ইসলাম, বাশিস নেতা নরেশ চক্রবর্তী, বাকবিশিস সহসভাপতি অধ্যাপক শফিউল আলম, সাধারণ সম্পাদক অধ্যক্ষ মোঃ শাহজাহান। সম্মেলনে শোক প্রস্তাব পাঠ করেন সমাজবিজ্ঞানী ড. রঙ্গলাল সেন। চট্টগ্রামের পক্ষ থেকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন অধ্যক্ষ মোঃ জাহাঙ্গীর উপাচার্য অধ্যাপক ফজলি হোসেন বলেন পরীক্ষায় নকলের বিরুদ্ধে শিক্ষক সমাজকে দৃঢ় নৈতিকতা নিয়ে দাঁড়াতে হবে এব শিক্ষকদের নিরাপত্তা সরকারকে দিতে হবে। বিশ্ব শিক্ষক ফেডারেশন সাধার সম্পাদক অধ্যাপক মৃন্ময় ভট্টাচার্য বলেন সমগ্র ভারতবর্ষে একটি অভিন্ন বেত কাঠামোর মধ্যে একজন লেকচারার প্রান মাসে ৮০০০ থেকে ১৩০০০ টাকা পর্যন্ত সিনিয়র লেকচারার পান ১০ থেকে ১২ হাজার অবসরের পর কোনো কোনো শিক্ষক পান মাসে ১৬ হাজার টাকা পর্যন্ত তিনি বলেন, একটি দেশের মূল সম্পদ হলো মানবসম্পদ। মানুষকে অবজ্ঞা করলে দেশের আর কী থাকে। ড. মইনুল ইসলাম বলেন, মুক্তবাজারি ভিত্তিক শিক্ষাব্যবস্থায় সোনার বাংলা কোনোদিন কায়েম হবে না। রাষ্ট্রের পয়সা খরচ করে তালেবান বানানোর কোনো অর্থ হয় না। অধ্যাপক শফিউল আলম বলেন, শিক্ষা ব্যবস্থায় ধর্মীয় মৌলবাদ ও সেকুলারিজম একসঙ্গে চলতে পারে না। শিক্ষাব্যবস্থার জাতীয়করণের লক্ষ্যে আবার ঐক্যবদ্ধ সংগ্রামের জন্য প্রস্তুতি নিতে হবে।